Radio Serial Script No. 26: Non-economic services provided by natural resources & eco-systems – Part I.

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপঃ সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরাম – এর পক্ষে

সত্যব্রত রায় বর্ধন

শ্রুতি নাটকটির কুশীলব

ডুয়ার্স

শুভাশিস মুখোপাধ্যায় – একটি নামকরা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার বরিষ্ঠ কর্মী
মৈনাক মাইতি – ঐ একই সংস্থার নবীন কর্মী
জীবন থাপা – গাড়ীর মালিক, নিজে ড্রাইভ করে।
ডঃ তুষার ঘোষ – অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী, বনদফতর, পশ্চিম বঙ্গ সরকার।

[ডঃ তুষার ঘোষ-এর কন্ঠে জীবনানন্দ দাস প্রণীত বনলতা সেন কবিতা]

সুন্দরবন

উদ্দালক সেন – একটি নামকরা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী
দ্যুতি গুহ - ঐ একই সংস্থার বরিষ্ঠ কর্মী
মতি পাইক – নৌকার মালিক
শরৎ সরদার – বয়স ষাট-সত্তর। সুঠাম গড়ন। জালিখালির সম্পন্ন চাষি, যৌবনে ডাকাত ছিল
উপেন সরদার - স্থানীয় চাষি। জালিখালির বাসিন্দা। শরৎ সরদারের সাগরেদ।

পর্ব – ১

[ডুয়ার্সে একটি রেলস্টেশন, সকাল প্রায় আটটা। ট্রেন ঘন্টা দুই লেট। শুভাশিস ও মৈনাক ট্রেন থেকে নামবার জন্য অপেক্ষমান।]

শুভাশিস – হ্যাঁ হে মালপত্র সব গুণে নিয়েছ তো? বেশ ঠাণ্ডা হবে মনে হচ্ছে।

মৈনাক – সব ঠিক আছে, আপনি সীটে বসে থাকুন। ডাকলে নেমে আসবেন। প্রায় আটটা বাজে, মনে হয় ঘন্টা দুই লেট।

শুভাশিস – মাত্র ঘন্টা দুই? না হে বেশী হবে। এই স্লিপিং ব্যাগ কার? এখনো রোল করে নি।

মৈনাক – আমার। আপনারটা রোল করেছি। এবার এটা করে নেব।

শুভাশিস – মৈনাক গাড়ির ছোকরার নাম কি, হোপ ইয়ু হ্যাভ হিজ কন্টাক্ট নাম্বার!

মৈনাক – আছে আছে, এভরিথিং স্টোরড হিয়ার ইন মাই হেড বস্।

[ট্রেন আউটার সিগন্যালে দাঁড়িয়ে। হুইসিল দিচ্ছে। যাত্রীরা কথা বলছে।]

মৈনাক – (একটা হুইসিল শুনে) ঘন্টা দুই তো খেয়েছ ডিয়ার, এবার দয়া করে ঢোক পিলাটফরমে!

[ট্রেন হুইসিল দিয়ে ছাড়ল। ট্রেনের শব্দ। যাত্রীরা একটু জোরে কথা বলছে। একটু পরে কয়েকজন কুলি, কুলি কুলি করে আসবে। ট্রেন স্টেশনে এসে দাঁড়াল।]

মৈনাক – শুভাশিসদা নেমে আসুন। আমি থাপাকে ধরছি।

[রেল স্টেশন। ট্রেনের শব্দ। যাত্রীরা, কুলিরা কথা বলছে।]

শুভাশিস – বেশ ঠান্ডা হে?

মৈনাক – (কানে মোবাইল) হ্যালো হ্যালো জীবন, হ্যালো জীবন থাপা? ম্যয় মৈনাক। মৈ-না-ক। হ্যাঁ জি কলকাত্তাসে। তুম, আপ কাহা হো? মেন গেট মে? হমলোগ ভি মেন গেট পর খরে হ্যয় জি। লাল উইনচিটার? (এক লাল উইনচিটারকে) সাব আপ জীবন থাপা? আর য়ু মিস্টার জীবন থাপা?

জীবন - ম্যয় জীবন, মেরো নাম জীবন থাপা হো।

শুভাশিস – (মৈনাককে) বোঝো ঠেলা। পিঠে পিঠ লাগিয়ে কথা বলে যাচ্ছ।

মৈনাক – ঠিক আছে যেতে দিন। জীবন গাড়ি কত দূরে?

জীবন – কাছেই স্যার, টিশনসে নিকলকর চলিয়ে।

শুভাশিস – বেশ ঠান্ডা হে তোমাদের মালবাজারে? রাতে আরো বাড়বে তাই না?

[সবাই হাঁটতে হাঁটতে কথা বলবে]

জীবন – হা জী রাতকো থোড়া বহোত বঢ়েগা।

শুভাশিস – আমরা কি এক রাউন্ড চা খেয়ে রওনা হচ্ছি? চা না হলে পাদমেকং ন গচ্ছামি।

মৈনাক – একটু চা খাব। মিলেগা না?

জীবন – পাবেন স্যার। ঔর থোড়া ওয়েট ভি করনে পড়েগা ।

মৈনাক – কিঁউ ওয়েট করনে পড়েগা?

জীবন – হাঁতি নিকলা সাব।

শুভাশিস – (ভয়ে, কিন্তু গলা চড়িয়ে) হোয়াট, হাঁতি নিকলা সাব। মানে? মতলব?

জীবন – এখান থেকে বিশ এক্কিশ মাইল দূরে জঙ্গল সে হাঁতি নিকলে থে সুবে।

শুভাশিস – তো আভি হায় উহা?

মৈনাক – শুনেছি হাতির পাল রাস্তা ক্রস করে। ওটা ওদের করিডর। আমরা তো ওদের এরিয়াতে ঢুকে রাস্তা বানিয়েছি, রেল লাইন পেতেছি।

জীবন – (গাড়ি দেখিয়ে) সাব এহি মেরে গাড়ি।

মৈনাক – এ তোমার আপনা গাড়ি দাজু?

জীবন – ইয়ো মেরো আফনো জোঙ্গা গাড়ি হো। আইয়ে সামান রাখ দিজিয়ে পিছে।

শুভাশিস – আফনো জোঙ্গা? আরে ব্বাস্! তা বাবা এবার একটু চায়ের বন্দোবস্ত কিয়া যায়।

জীবন – (একটু উঁচু গলায়) হোই সাথী, এক পট, হাঁ হাঁ এক পট চা ভেজো। (মৈনাককে) সাব এক পট মতলব পাঁচ ছে কাপ গরম চায়ে। পি লিজিয়ে আরাম পাবেন।

মৈনাক – ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি খোঁজ নাও হাতির পাল রাস্তা ক্রস করল কিনা।

শুভাশিস – না না, আমাদের তাড়া নেই। জীবন আপ ভি আমাদের সাথে চা খাও। (জীবনকে) তা বাবা জীবন এই হাতির পাল কিউ রাস্তা ক্রস করতা?

জীবন – (একটু উঁচু গলায় একজনকে ডেকে) মাস্টারজী, মাস্টারজী, এই যে ইধার জীবনছে।

[একজন বছর সত্তর বয়সের সাধারণ চেহারার ডঃ ঘোষ এগিয়ে এলেন]

জীবন – নমস্কার মাস্টারজী। বাড়ী যাবেন তো? (শুভাশিসকে) সার হামারা মাস্টারজী।

ডঃ ঘোষ – নমস্কার, আমি ঘোষ। জীবনদের গ্রামে থাকি। আপনারা বেড়াতে?

শুভাশিস – (একটু ভারিক্কি গলায়) নমস্কার, শুভাশিস মুকারজি, মিট মৈনাক মাইতি, আমার কলিগ।

মৈনাক – নমস্কার মিঃ ঘোষ। ঠিক বেড়াতে নয়। কয়েকটা দিন একটু শান্তিতে থাকব এই আর কি।

ডঃ ঘোষ – বড় ভালো আর দামী কথা, শান্তিতে থাকব। সবাই বেড়াতে আসে, টুরিস্ট। শান্তিতে থাকতে আসে না, ভালবেসেও আসে না। তা কত দিন খরচ করবেন শান্তিতে থাকতে? শান্তির জন্য থাকবেনই বা কোথায়?

মৈনাক – থাকব দিন চার। কোথায় থাকব কিছুই ঠিক করে আসি নি।

ডঃ ঘোষ – সে কী!

শুভাশিস – আমি বলছি। আইটি ইন্ডাস্ট্রির লোক আমরা। হপ্তার ছটা দিন গরু খাটা খাটি। দুটো প্রজেক্টের মাঝে দিন সাতেকের অব্যাহতি পেলাম। আমরা এলাম চলে এখানে। দুজন গেছে সুন্দরবন। দুজন পালিয়েছে বাঁকুড়ার দিকে।

জীবন – মাস্টারজী, রাস্তা ক্লিয়ার হুয়া কেয়া? আপনি শুনলেন কুছ?

ডঃ ঘোষ – রাস্তা ঠিক আছে, তবে তারা আসবে না আবার, সে কথা বলে যায় নি বেটা।

শুভাশিস – (ভয়ে ভয়ে) বলেন কি মশায়?

ডঃ ঘোষ – বলছি বলছি। জীবন এঁরা থাকবেন কোথায়?

জীবন – সো তো আমাকে কুছ বললেন না। সুষমা দিদির উঁহা –

ডঃ ঘোষ – তা মন্দ কি? জায়গা আছে? ফোন লাগাও।

জীবন – (একটু উঁচু গলায়) হোই সাথী, গেলাস প্যাসা লে যাও। রোকো আমি যাচ্ছি। (ডঃ ঘোষকে) মাস্টারজী দিদিকে পুছতা।

ডঃ ঘোষ – পাহাড়ের লোক বড় গরীব স্যার। নতুন একটা ব্যবসা হোম-স্টে, বেশ চলছে। দুয়েকটা ঘরে টুরিস্ট রাখে। মোটামুটি পরিষ্কার রাখে। যা খেতে চায় রেঁধে দেয়। হোটেল থেকে কম খরচা। দুপক্ষই খুসী।

মৈনাক – আমরা তো থাকব দিন চার, এমন হলে আমাদের চলে যাবে। আপনি একটু দেখুন না।

ডঃ ঘোষ – জীবন দেখছে। তো আমায় বা জীবনকে চেনেন না জানেন না। সেটা ভেবেছেন?

শুভাশিস – ভেবেছি তা যেমন নয়, আবার ভাবিনি তাও নয়। হাতের খামটা গাড়ির বনেটে রেখে চা খাচ্ছিলেন। লেখা ডঃ তুষার ঘোষ, সায়েন্টিস্ট।

ডঃ ঘোষ – সর্বনাশ, মশাই তো দেখছি গোয়েন্দা। হ্যাঁ, আমি ডঃ তুষার ঘোষ। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। রিটায়ার করেছি তা বছর পনেরো হোল।

মৈনাক – তা এখানে এলেন কি করে?

ডঃ ঘোষ – এসেই ছিলাম। মানে আসতাম কোলকাতা থেকে। রিটায়ার করে আর গেলাম না কোথাও, চলে এলাম এখানে। সুষমা গুরুংদের বাড়ির কাছেই থাকি।

[জীবন একটু উত্তেজিত ভাবে বলল ফিরে এসে]

জীবন – মাস্টারজী, রাস্তা ক্লিয়ার ঔর সুষমা দিদি বলল কি একঠো রুম খালি, তো ম্যায় বোলে মাস্টারজীকা দোস্ত থাকবেন। কিসিকা মত দো। ঠিক হ্যায় না?

মৈনাক – একদম ঠিক, পুরা সহি বাতায়া মিঃ জীবন থাপা। এ লিজিয়ে একশ রুপেয়া। চায় কা দাম রাখ লেনা, বাকি পয়সা ভি রহনে দো। রাস্তাতে চা খাওয়াবে আবার।

জীবন – ঠিক হ্যায় সাব। তো বৈঠ যাইয়ে জোঙ্গামে। চলে হমলোগ। মাস্টারজী আপনি কোথোন আসছেন?

শুভাশিস – কোথোন আসছেন? মতলব? মাস্টারজী আমাদের সাথে আসছেন। ডঃ ঘোষ আপনার আর কোন কাজ আছে? আমদের সাথে যাবেন কি যাবেন না তা বলছি না। আর কোন কাজ আছে কিনা তাই জানতে চাইছি।

ডঃ ঘোষ – আমি তো এসেছি গত কাল, আজ ফিরব। কাজ মোটামুটি কালই হয়ে গেছে। আজ এতক্ষণ চলেই যেতাম বাসে। হাতিদের জন্যই দেরী করতে হচ্ছে।

শুভাশিস – বাস্ বাস্, আপনি আমাদের সাথে চলুন প্লীজ।

পর্ব – ২

[দূরে রাস্তা দিয়ে হাতির দল রাস্তা পার হচ্ছে। পরপর গাড়ির লাইন। জীবনের জোঙ্গা দাঁড়িয়ে। কাছেই চায়ের দোকান বসে গেছে সকাল থেকে। একটা মেয়ে তেলেভাজা ভাজছে। হু হু করে বিক্রি হচ্ছে। বেশ একটা মেলা মেলা ভাব।]

জীবন – সাব, আগে যানে কা কোই চান্স নেহি ঘন্টাভর।

মৈনাক – শাবাশ, তো চলো থাপাসাব চায়ে কা বন্দোবস্ত কিয়া যায়। ঔর কুছ খানে কা।

[জীবন ও মৈনাক গাড়ী থেকে নেমে গেল]

শুভাশিস – ব্যস্ হয়ে গেল। এ আপদ কখন শেষ হবে ডঃ ঘোষ?

ডঃ ঘোষ – যখন আপনার আপদেরা নিজে থেকে শেষ করবে।

শুভাশিস – মানে? গাভমেন্ট কি করছে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মাস্ট টেক সাম সর্ট অফ মেজার টু স্টপ ইট।

ডঃ ঘোষ – তা ঠিক। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটো বনভূমি হোল এই উত্তরবঙ্গের বনভূমি আর সুন্দরবনের বাদাবন বনভূমি। তো এই উত্তরবঙ্গের বনে আমি শাল, গামার, ওদাল, খয়ের, শিশু আর উঁচুতে পাইন এরকম কত গাছ দেখেছি। আর আজ? নিজেদের প্রয়োজনে, চা বাগান এসবের জন্য কত বন আমরাই কেটে ফেলেছি। সাথে সাথে বন্য প্রাণীদের থাকবার জায়গা, খাবার সব আমরাই কমিয়ে দিয়েছি।

শুভাশিস – কিন্তু ডঃ ঘোষ জায়গা তো আমাদের দরকার, তাই না।

ডঃ ঘোষ – দরকার তো অবশ্য। কিন্তু তার তো একটা সীমা থাকবে? সীমা যে থাকে না, থাকে নি তার প্রমাণ ঐ যে সামনে। আমরা নিরাপদে দূরে অপেক্ষা করছি। কখন ওরা যাবে, আর আমরা কখন যাব? ওরা খাবারের খোঁজে এই পাহাড়ের ঢালে গ্রামের ধান ক্ষেতে যাচ্ছে মুখার্জীসাহেব।

[হাতির ডাক শোনা যাবে দুই তিনটি। শুভাশিস একটি দূরবীন দিয়ে দেখছেন। একটু উত্তেজিত ভাবে বলবেন]

শুভাশিস – আরে আরে, সামনের বাসের মাথায় বসে কি যেন ছুঁড়ছে।

ডঃ ঘোষ – খুব সম্ভবত বেল, কলার ছড়া, কলা গাছের টুকরো। কিছুটা খেলা, কিছুটা হাতিদের খেতে দেওয়া। লাটাগুড়ি চালসার রাস্তাতে দশ কিলোমিটার মতো একটা স্ট্রেচ আছে। কাছেই গরুমারা বিশাল জঙ্গল। অন্য দিকে চালসার জঙ্গল। তো ওখানেও এমন রাস্তা পারাপার করেন ওঁরা।

[আবার হাতির ডাক শোনা যাবে দুই তিনটি।]

ডঃ ঘোষ – মনে হচ্ছে বাচ্চা হাতিকে ডাকছে। সে আবার পিছিয়ে পড়েছে মনে হয়।

[জীবন ও মৈনাক ফিরে এল]

মৈনাক – নিন, গরম গরম চা আর আলু চপ। অনেক কষ্টে জোগাড় করা গেছে।

শুভাশিস – আমাদের ব্রেকফাস্ট করে বেরুনো উচিৎ ছিল হে। তা এ বস্তু ঠিক আছে তো?

[সবাই খেতে খেতে]

জীবন – মাস্টারজী মীনা চায়ের দুকান সাজাল। আপনি আছেন সুনে খুশি হল।

ডঃ ঘোষ – তাহলে তো কোন চিন্তা নেই। খেয়ে নিন মুখার্জীসাহেব। ভাবী বরকে খারাপ খাবার দেবে এমন নরাধম জন্মায় নি।

মৈনাক – ভাবী বর? সে আবার কে? আমি কিন্তু নেই এর মধ্যে ডঃ ঘোষ!

ডঃ ঘোষ – না না আপনি নন। তবে আপনার সাথে ছিল।

মৈনাক – (অবাক হয়ে) জীবন থাপা? কী ভাই জীবন, ব্যাপার কী? আরে শরমানা কা বাত নহী। তাই তো বলি ডঃ ঘোষ ভীড়ের মধ্যে আমাদের চা আর চপ আগে করে দেয় কেন! অন্যান্যরা হৈ চৈ করাতে বলল, পহেলে অর্ডার দিয়া থা।

জীবন – না না এইসা কোন বাত নেই সাব। যানে আনে কা রাস্তা। মেরো বোহিনিকো ইহাকাই একজনা বঙ্গালি কা সাথ বিবাহ হুয়া, উসিকা রিস্তাদার মীনা।

শুভাশিস – তাহলে তো সোনেপে সোহাগা। ডঃ ঘোষ এ রিস্তে লক কিয়ে যায়।

[সবাই হেসে উঠল।]

শুভাশিস – হ্যাঁ, ডঃ ঘোষ আপনি যেন কি বলছিলেন? গরুমারা বিশাল জঙ্গল না কি যেন?

ডঃ ঘোষ – বলছি, জীবন একটু খোঁজ নাও কতক্ষণ আটকে থাকব? আন্দাজা তো লাগাও। (জীবন এগিয়ে গেল) মুখার্জীসাহেব, প্রকৃতি থেকে মানে নেচার থেকে আমরা কিছু পাই কি না? পয়সা খরচ করে বা বিনে পয়সাতে।

শুভাশিস – দেখুন মশায়, আমরা আইটি ইন্ডাস্ট্রির লোক। কম্পিউটারের বাইরে সত্যি কথা বলতে কিছু জানিনা, অন্তত আমি, জানার খুব একটা চেষ্টাও করিনা। তবে এটুকু জানি নাথিং লাইক ফ্রি লাঞ্চ। পয়সা না দিলে কিছু পাওয়া যায় না।

ডঃ ঘোষ – প্রথম থেকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে বা প্রকৃতির দান বলতে ঠিক কি বুঝি। প্রকৃতির দান, জমি, মাঠ, উদ্ভিদ, জল, কাঠ, তেল, লোহা, কয়লা এসবই হতে পারে। আমরা এই সবকে বাস্তুতন্ত্রের সেবা বলতে পারি, বাস্তুতন্ত্র থেকে পাওয়া উপকার বলতে পারি।

মৈনাক – বাস্তুতন্ত্র মানে, সেই ঘরের কোন কোণাতে গণেশ মূর্তি বসাবো?

ডঃ ঘোষ – আরে না না, বাস্তুতন্ত্র মানে একটা সিস্টেম। প্রণালী। সমস্ত জীবগোষ্ঠী আর তার চারপাশের নির্জীব পরিবেশ একসাথে ক্রিয়াশীল থাকে। এই বাস করবার পরিবেশগত সিস্টেম বা প্রণালীকে বাস্তুতন্ত্র বলে।

মৈনাক – এক মিনিট, তা এই জীবগোষ্ঠী মানে তো মানুষ পোকামাকড় স-ব ইনক্লুডেড?

ডঃ ঘোষ – অবশ্যই। সমস্ত জীবগোষ্ঠী আর তার চারপাশের নির্জীব পরিবেশের একসাথে বাস করবার সিস্টেম বা প্রণালীই বাস্তুতন্ত্র আর এই বাস্তুতন্ত্র থেকে পাওয়া সেবা বা উপকারের কথাই বলছি। ইকোসিস্টেমের সার্ভিসেস বলছি। বোঝা গেল?

শুভাশিস – তা গেল খানিকটা।

ডঃ ঘোষ – এই বাস্তুতন্ত্র থেকে পাওয়া সেবা বা উপকার আমরা মোটা দাগে চার ভাগে ভাগ করব, প্রথম বলব ব্যবস্থা বা যা তৈরি অবস্থায় আমি আমার জন্য পাবো, যেমন জল, বাতাস ইত্যাদি। একে আমি প্রভিশনিং সার্ভিসেস বলব।

মৈনাক – সমঝ গিয়া।

ডঃ ঘোষ – দুই নম্বর যা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, আবহাওয়া, অসুখ-বিসুখ। রেগুলেটিং সার্ভিসেস। তিন নম্বর, যা আমাদের সহায়ক বা সাহায্যকারী, যেমন, খাদ্য, আমাদের পুষ্টিসাধক, পুষ্টি যোগায়। সাপোর্টিং সার্ভিসেস। আর চার নম্বর, আপনার যা খুঁজছেন।

শুভাশিস – আমরা খুঁজছি? আপনি জানেন আমরা কি খুঁজছি?

(জীবন একটি বড়সড় প্যাকেট নিয়ে হাজির। সাথে একটি মেয়ে। মেয়েটির কোন সংলাপ রাখা হল না। পরিচালক ইচ্ছে করলে চরিত্রটি যোগ করে একটু পরিবর্তন করে নেবেন।)

জীবন - মাস্টারজী আমি ভাবলম কি সাবলোগোকা ভুখ লাগে তো মীনাকে তখুনি বলে আলাম টোস্ট ঔর ডিম অমলেট বনাকে রাখনা। তো ম্যায় উঠাকে লায়া।

মৈনাক – জীতে রহো জীবন থাপাজী। শও সাল উমর হোক তোম দোনোকা। ঔর এক হাজার রুপেয়া রাখ লো জীবন।

জীবন - মীনা চায়ের ফ্লাক্সমে চায়ে ভি লায়ি।

শুভাশিস – ভাবা যায় না, জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না ডঃ ঘোষ। কিন্তু ফ্লাক্স?

ডঃ ঘোষ – ফেরত পথে জীবন দিয়ে দেবে। বুঝলেন না, মোলাকাত আবার হবে।

(দূরে হৈ চৈ শোনা যাবে। হাতির পাল পার হয়ে গেছে। গাড়ি সব স্টার্ট দিচ্ছে)

জীবন - রাস্তা ক্লিয়ার ছে। আব চলেগা সাব।

শুভাশিস – ডঃ ঘোষ রাস্তা সত্যি ক্লিয়ার তো?

(দূরে হৈ চৈ কমে গাড়ির স্টার্ট শোনা যাবে)

ডঃ ঘোষ – মনে হচ্ছে ঠিক আছে। লেফট সাইডে খেয়াল রাখুন। জঙ্গলের ঢালের দিকে দেখুন। পেলেও পেতে পারেন একটুখানি দর্শন।

(দূরে ধীরে ধীরে গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাবে)

পর্ব – ৩

[বারান্দায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুভাশিস ও মৈনাক। সকাল দশটার মত। ব্রেকফাস্ট করছে। সুষমা গুরুংদের বাড়ি। সামনের দিকে একটা ঘরে এরা আছেন। রাস্তা থেকে পাহাড়ে উঠেই বাড়ি। এই বাড়ির পাশ দিয়ে একটু ওপরে উঠলেই ডঃ তুষার ঘোষের বাড়ি।]

শুভাশিস – বেশ ঠাণ্ডা হে। তবে এনজয়েবল, তাই না?

মৈনাক – ঠিক। তবে থাকা খাবার ভালো ব্যবস্থার সাথে এনজয়মেন্ট প্রপরশনাল শুভাশিসদা।

শুভাশিস – তা বটে। তাছাড়া কী শান্ত চারধার। নিজের কন্ঠস্বর যেন নিজের কাছেই অচেনা লাগছে।

মৈনাক – তিন চারটা দিন চুপচাপ শুয়ে বসে কাটাব কলকাতায় বসে ভেবেছিলেন?

শুভাশিস – মোটেও না। কাল রাতেও বেটা রামকৃষ্ণানকে স্বপ্নে দেখেছি। উইকলি রিপোর্ট চাইছে!

মৈনাক – (শুভাশিসের পেছন দিকে নীচে যাবার রাস্তা ধরে ডঃ ঘোষ নামছেন) আরে ডঃ ঘোষ, গুড মর্নিং। আসুন আসুন।

ডঃ ঘোষ – কি ঘুম হোল নতুন জায়গাতে? বাইরে যান নি? আজ দিন খুব পরিষ্কার যাবে মনে হয়।

শুভাশিস – বাইরেই তো আছি স্যার, বারান্দায়। সকালের চা ঘরে খেলাম। তার পর থেকেই এখানে বসে।

ডঃ ঘোষ – তবে চলুন বাড়ির পেছনের বারান্দাতে। খাওয়া তো হয়েই গেছে। চায়ের ফ্লাক্সটা কেবল নিয়ে নিন। আসুন আমার সাথে।

(তিনজন বার হয়ে বাগান দিয়ে বাড়ির পেছনের বারান্দাতে এলেন)

ডঃ ঘোষ – আসুন বসুন। এটা সুষমা আমাকে আর আমার বন্ধুদের ব্যবহার করতে দেয়। বসুন বসুন, ফিল কমফর্টেবল। কয়েকটা কাপ নিয়ে আসি সুষমার কাছ থেকে।

(কাপ আনতে ডঃ ঘোষ ভেতরে গেলেন)

শুভাশিস – আঃ কী অপরূপ চেহারা নেচারের! ঐ পাহাড়ের রেঞ্জটা মনে হচ্ছে আঁকা তাই না হে?

মৈনাক – নীচের দিকে একটা নদী দেখা যাচ্ছে শুভাশিসদা। রাতে জঙ্গল থেকে বনের তেনারা নাকি জল খেতে আসেন, জীবন বলছিল।

(কাপ নিয়ে ডঃ ঘোষ বারান্দাতে ফিরে এলেন। হাতে আরেকটি ফ্লাক্স, চা ভর্তি)

ডঃ ঘোষ – আমার লাঞ্চ সুষমা আপনাদের সাথে এখানেই দেবে। নিন চা নিন। সুষমা করে দিল আরেক ফ্লাক্স।

শুভাশিস – সুষমার জয় হোক। আচ্ছা কিছু মানে করবেন না ডঃ ঘোষ, সুষমা কি বাঙ্গালী?

ডঃ ঘোষ – কেন বলুন তো?

শুভাশিস – না কথার টোনে মনে হোল।

ডঃ ঘোষ – মিঃ গুরুং পল্টন, মানে আর্মিতে ছিলেন।

মৈনাক – এখন কোথায়?

ডঃ ঘোষ – উনি লড়াইমা শহীদ হন, মানে মারা যান। মুক্তিযুদ্ধে যশোর সেক্টরে।

শুভাশিস – আচ্ছা? উনি কোথাকার মেয়ে?

ডঃ ঘোষ – সুষমা বাঙ্গালী, মালবাজারে বাপের বাড়ি।

শুভাশিস – আমি ঠিক ধরেছি।

ডঃ ঘোষ – গুরুংদের বাড়ি এটা। এরা চার পুরুষের ফৌজি।

শুভাশিস – বটে।

ডঃ ঘোষ – নবীনের বাবাও ফৌজি ছিলেন। রিটায়ার পরে পরিবারের বড় এলাচের চাষ দেখাশুনো করতেন। নবীন গুরুং চলে যাবার পর পুত্রবধূকে নিয়ে আসেন এখানে।

মৈনাক – তারপর?

ডঃ ঘোষ – অবাক হবেন শুনে এই পরিবার অরগানিক কালটিসভিশনের পথিকৃৎ এই অঞ্চলে।

মৈনাক – অদ্ভুত! ফৌজি আবার অরগানিক কালটিসভিশন! মেলাবেন তারে মেলাবেন?

ডঃ ঘোষ – বিশালসাহেব মানে সুষমার শ্বশুরের সাথে আমার বহু আলোচনা হোত সাস্টেনেবেল ডেভেলেপমেন্ট বা সুস্থায়ী উন্নয়ন নিয়ে। স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা, বনসম্পদের সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনা আরও কত কথা নিয়ে। সমতল থেকে কেমিক্যাল সার বিক্রির একটা লবি অপারেট করত এখানে। বিশালসাহেব একা লড়তেন ওদের সাথে।

শুভাশিস – ভালো কথা, ইকোসিস্টেম আমাদের যে যে উপকার করছে তার চার নম্বরটা বোঝাতে আপনি কাল বলছিলেন আমরা যা খুঁজছি।

ডঃ ঘোষ – অফ কোর্স বলছিলাম। আচ্ছা বলুন তো আপনারা দুজন ঠিক কি আশা করে এসেছেন? সময় আর অর্থ ব্যয় করে এসেছেন। বিনিময়ে কি চাই আপনাদের?

শুভাশিস – কাল যা বলেছি, আজও এক কথাই বলব। একটু পিস অফ মাইন্ড।

ডঃ ঘোষ – চব্বিশ ঘন্টাও পার হয়নি। তো কেমন লাগছে?

মৈনাক – খুব ভালো। মাথাটা হাল্কা লাগছে। মনে হচ্ছে কোন কথা না বলে চুপটি করে বসে থাকি।

ডঃ ঘোষ – দুজনেই আপনারা যা পেয়েছেন, যতটুকু পেয়েছেন সেটুকু কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

শুভাশিস – কেন এই জায়গা, এই নেচারাল এনভিরনমেন্ট থেকে পেলাম।

ডঃ ঘোষ – আপনারা যদি, ধরুন, ওই পাহাড়ী পথে ট্রেক করতেন, বা ওই নদীর ধারে চুপটি করে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতেন, তাহলেও মনটা ভালো লাগতো, শান্ত লাগতো। সৌন্দর্য উপভোগ থেকে একটা মানসিক আনন্দ পেতেন। ঠিক কিনা?

শুভাশিস – একদম ঠিক। মানসিক, শারীরিক সব দিক থেকে আনন্দ পেতাম।

ডঃ ঘোষ – যে সব টুরিস্ট বনে বাঘ, গন্ডার, হাতি দেখতে আসাকে বেড়ানো বলেন আমি তাঁদের কথা বলছি না। কিন্তু অনেক মানুষ আসেন যাঁরা প্রকৃতিকে দেখতে চান, যেমন আপনারা বলছেন একটু শান্তি চান, তাঁদের জন্য প্রকৃতি উজাড় করে রেখেছেন। এবং তা বিনি পয়সায়। বাস্তুতন্ত্র আমাদের বোধকে, আমাদের মনটাকে ভাল করবার উপকারে আসে। তার সীমাহীন উপচার নিয়ে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্ভার নিয়ে সে আমার উপকার করতে উন্মুখ।

শুভাশিস – হুম। ভাবনার বিষয়। গভীরভাবে ভাবনার বিষয় স্যার।

ডঃ ঘোষ – আপনাদের ট্রেডের কথাতেই বলি। রুল টুয়েন্টি বলে একটা কথা আপনারা মানেন। সেটা কি? বিশ মিনিট কাজ করে কম্পিউটার থেকে চোখ সরাও। মানে? মানে, বিশ্রাম নাও। নিজেকে বিযুক্ত করো। আপনারা নিজেদের ওই বিযুক্ত করে বিশ্রাম নিচ্ছেন এখানে। বোঝাতে পারলাম?

শুভাশিস – পারলেন।

ডঃ ঘোষ – নিন, অধিবেশনের এখন সমাপ্তি হোক। সুষমা বার কয়েক উঁকি মেরে গেছে। নাহানা কে লিয়ে গরম পানি চাহিয়ে তো? রাতে খাবারের পর এক জায়গায় নিয়ে যাব। কাছেই। আধ ঘন্টার মধ্যে আসছি।

মৈনাক – জঙ্গলে?

ডঃ ঘোষ – আরে, নিজেরাই দেখবেন।

পর্ব – ৪

[ডঃ ঘোষ, শুভাশিস আর মৈনাক একটা জঙ্গলে কাছাকাছি পাথরের ওপর বসে। খুব নিচু স্বরে কথা বলবেন। রাত বারোটা মত। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাখির ঝটপটানি। তারই মাঝে একটা একঘেয়ে টুপটুপ শব্দ হয়েই চলেছে। চারধার এত শান্ত যে এই শব্দগুলোকে আবহসঙ্গীত হিসেবে তুলে আনা কঠিন হলেও সম্ভব।]

ডঃ ঘোষ – (নিচু স্বরে) দুজনেই ভালো করে মাথা ঢেকে বসুন। ঠাণ্ডা যেন না লাগে।

শুভাশিস – (নিচু স্বরে) যতটা সম্ভব প্রোটেকশন নিয়েছি।

মৈনাক – আমিও। ভাববেন না।

ডঃ ঘোষ – দূরে যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন ওটা খয়েরকাটা জঙ্গল। প্রটেক্টেড জঙ্গল। ওখানে সার্কাস থেকে জোগাড় করা জীবজন্তুর একটা আশ্রয় আছে। সবাই দেখতে আসে।

মৈনাক – শুনেছি।

ডঃ ঘোষ – নীচে দেখুন ডায়না নদী। এখন শান্ত। বর্ষাতে ভয়ঙ্করী।

শুভাশিস – শুনেছি রাতে জল খেতে আসেন তেনারা জঙ্গল থেকে।

ডঃ ঘোষ – তা আসেন। দূরবীন তো আছে সাথে। ঘর থেকে কাল দেখতে পান কি না দেখবেন।

ডঃ ঘোষ – আমরা যেখানে বসে আছি এর চারপাশের গাছগুলো চিনতে পারেন?

শুভাশিস – মনে তো হয় শাল, সেগুন।

ডঃ ঘোষ – বেশিটাই শাল। ওপাশে বেশ খানিকটা নীচে বিশাল গুরুং সাহেবের এলাচ বাগান।

শুভাশিস – তাই? কাল দেখব।

মৈনাক – (নিচু স্বরে, প্রায় ফিসফিস করে) ডঃ ঘোষ, একটা কন্টিনিউয়াস্ একঘেয়ে টুপটুপ শব্দ হয়েই চলেছে খেয়াল করেছেন?

ডঃ ঘোষ – চমৎকার। শুনেছেন, মানে শুনতে পাচ্ছেন আপনি?

মৈনাক – অবশ্যই। এসে বসবার পর থেকেই। মানে, প্রথমে মনে হচ্ছিল বৃষ্টি। বলতেও যাচ্ছিলাম আপনাকে।

ডঃ ঘোষ – না বৃষ্টি নয়। আরেকটু শুনুন, আরেকটু ভাবুন।

মৈনাক – নাঃ, ধরতে পাচ্ছিনা ডঃ ঘোষ।

ডঃ ঘোষ – শিশিরের শব্দ।

মৈনাক – শিশিরের শব্দ! বলেন কি! শিশিরের আবার শব্দ হয় নাকি?

ডঃ ঘোষ – হয় শিশিরের শব্দ, আমরা শুনি নি। তার মানে কি হয় না?

মৈনাক – তা ঠিক না। আপনি যখন বলছেন।

ডঃ ঘোষ – না আমি বলছি বলে নয় মৈনাকবাবু। হাজার হাজার গাছের মাথায় লক্ষ লক্ষ পাতায় শিশির বিন্দু পড়ছে। পড়েই চলছে, পড়েই চলেছে। একটু ভাবুন তার পর কী হতে পারে।

শুভাশিস – (মন্ত্রমুগ্ধের মত) ইয়েস্ আই ক্যান ভিসুয়ালাইজ। সব বিন্দু, কোটি কোটি শিশির বিন্দু তার নীচের পাতায়। তারপর তার নীচের পাতায় পড়ছে। শিশির বিন্দুর মতো শব্দের বিন্দু। অনেক শব্দের বিন্দু। কোটি কোটি শব্দের বিন্দু এক হচ্ছে। একটা মিউজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স।

ডঃ ঘোষ – ঠিক তাই। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল/ পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন/তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল। আপনাদের কান আছে, অনুভূতি আছে। আমি রোজ শুনি। আপনাদের শোনাতে পেরে ভালো লাগছে আজ কি স্বর্গীয় অনুভূতি প্রকৃতি আমাদের অকাতরে দেন। ভাবা যায়?

[দূরে একটা খসখস শব্দ শুনে খুব নীচু স্বরে সংলাপ সুরু হবে]

মৈনাক – ও কীসের শব্দ ডঃ ঘোষ ?

ডঃ ঘোষ – টর্চ জ্বালবেন না। কেবল দেখুন।

শুভাশিস – বাঘ-টাঘ নয়তো? বিপদ-টিপদ ?

ডঃ ঘোষ – না। মানুষ। সুষমা আর জীবন থাপা। আজ নিশ্চয় পঞ্চমী।

শুভাশিস – তা হবে। এসবের হিসেব জানি না।

ডঃ ঘোষ – ওঁরা বাড়িতে ঢুকে যাক। অপেক্ষা করুন।

শুভাশিস – এত রাতে জঙ্গলে কী করছে ওরা।

মৈনাক – সামথিং ফিশি লাগছে শুভাশিসদা।

ডঃ ঘোষ – আরও একজন থাকার কথা। সে কি আসে নি?

মৈনাক – নৈশবিহারে দুজনাই তো আইডিয়াল! এনাফ স্যার!

ডঃ ঘোষ – অনেক নৈশবিহারে দুজনের বেশী লাগে। যদি প্রদীপ জ্বালাতে হয় মৈনাকবাবু।

মৈনাক – বলেন কি, প্রদীপও জ্বালাতে হয়!

ডঃ ঘোষ – শুধু প্রদীপ নয়। পাতা পরিষ্কার করতে হয়। বসবার আসন পাততে হয়।

শুভাশিস – কীরকম রহস্যময় লাগছে ডঃ ঘোষ।

ডঃ ঘোষ – স্বাভাবিক। প্রথম দিন আমারও লেগেছিল। শহরের চশমা ছিল যে চোখে সেদিন।

শুভাশিস – একটু খুলে বলুন।

ডঃ ঘোষ – বলছি। চলুন। ওরা নেমে গেছে বাড়ির দিকে। একটা টর্চ মাত্র জ্বলুক।

মৈনাক – কি প্রদীপ জ্বালানোর কথা বলছিলেন।

ডঃ ঘোষ – সীতা বোধ হয় ওদিক দিয়ে নিজের বাড়িতে নেমে গেছে।

মৈনাক – সীতা কে?

ডঃ ঘোষ – জীবনের বোন। এক বাঙ্গালীর গৃহিণী।

শুভাশিস – এখানেই থাকে?

ডঃ ঘোষ – এখানে থাকে। স্বামীর নাম বিপুল বর্মণ। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ফরেস্ট গার্ড।

শুভাশিস – ইন্টারেস্টিং। তো সে-ই প্রদীপ জ্বালায়? বাট হোয়াই?

ডঃ ঘোষ – বলছি। ডান দিকে রাস্তা। আর অল্প একটু চলুন। টর্চ জ্বালবেন না। কী দেখতে পাচ্ছেন?

শুভাশিস – দীপাবলি। সামনের গাছগুলোর মধ্যে। ওই দূরে পাহাড়ের ঢালে ঢালে। দীপাবলি।

ডঃ ঘোষ – স্যাক্রেড গ্রোভ কথাটা কখনো শুনেছেন শুভাশিসবাবু? শোনেননি।

মৈনাক – আমি শুনেছি। প্রেতাত্মা থাকে। আমাদের পুরুলিয়াতে আছে। পাহাড়ে।

ডঃ ঘোষ – এটা সুষমার শ্বশুরের সম্পত্তির মধ্যে। বেশী নয়। সমতলের মাপে বিঘে দুই। এই অঞ্চলে যত গাছের স্পিসিস আছে প্রায় প্রতিটি পাবেন এই স্যাক্রেড গ্রোভে।

মৈনাক – দারুণ তো। রডোড্রেনড্রন আছে?

ডঃ ঘোষ – আছে। প্রতি কৃষ্ণা পঞ্চমীতে নবীন গুরুং আসেন এখানে। আর আসেন সুবেদার-মেজর কৃষ্ণবাহাদুর থাপা। বোথ ডায়েড ইন এ্যাকশন। আর আসেন মেজর প্রেম গুরুং। এখনেই মারা যান।

মৈনাক – বাট হু ইজ দিস সুবেদার-মেজর কৃষ্ণবাহাদুর থাপা? মেজর প্রেম গুরুং-ই বা কে?

ডঃ ঘোষ – সুবেদার-মেজর কৃষ্ণবাহাদুর থাপা, ফাদার অফ জীবন থাপা এন্ড সীতা। প্রেম গুরুং নবীনের ঠাকুরদা।

মৈনাক – বিজ্ঞানী ডঃ তুষার ঘোষ বিশ্বাস করেন সে কথা?

ডঃ ঘোষ – না করেন না। তাতে কিছু যায় আসে না। সুষমা বা জীবনের বা সীতার। বিজ্ঞানী জানে এই দুই বিঘে জমিতে কম করে সাতটি এমন রেয়ার স্পিসিস আছে যা যে কোন বটানিস্টের চোখ কপালে তুলে দেবে।

শুভাশিস – স্ট্রেঞ্জ! ভাবা যায় না।

ডঃ ঘোষ – প্রায় দুশ বছর বয়েস এই পুণ্য বনস্থলীর। পূর্ব পুরুষের স্মরণের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে। বাস্তুতন্ত্রের নির্ধারিত কাজ করে চলেছে। আমার, আপনার, সুষমার, জীবনের, সীতার - সবার উপকার করে চলেছে নিঃশব্দে।

শুভাশিস – ধন্যবাদ ডঃ ঘোষ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

ডঃ ঘোষ – চলুন অনেক রাত হল। আপনাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

(বিরতি)

পর্ব – ৫

[লঞ্চঘাট বা ফেরিঘাট থেকে বেশ দূরে হলেও যাত্রীদের কথাবার্তা শোনা ও ব্যস্ততা বোঝা যাবে। মাঝে মাঝে লঞ্চের ভোঁ।]

উদ্দালক সেন – একটি নামকরা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী
দ্যুতি গুহ - ঐ একই সংস্থার বরিষ্ঠ কর্মী
মতি পাইক – নৌকার মালিক
শরৎ সরদার – বয়স ষাট-সত্তর। সুঠাম গড়ন। জালিখালির সম্পন্ন চাষি, যৌবনে ডাকাত ছিল
উপেন সরদার - স্থানীয় চাষি। জালিখালির বাসিন্দা। শরৎ সরদারের সাগরেদ।

মতি – আজ্ঞে আপনেরে যাবেন কতি?

দ্যুতি – সেটাই তো মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন।

মতি – আজ্ঞে বোঝলাম না। বুঝয়ে কন।

উদ্দালক – আমি বলছি ভাই। আমরা কোলকাতা থেকে আসছি।

মতি – সে আপনেরে কতায় বুয়েছি। জামাকাপড়ে বুয়েছি পুরোটা।

উদ্দালক – তো আমরা সুন্দরবনের দিকে আগে আসি নি। প্রথম এলাম।

মতি – সেটাও বুয়েছি আন্তাজে। তা বাবু সে বাদা কি আর আছে? তা ঘর ভারা না করি আলে ক্যান।

দ্যুতি – আমরা ভাই কাল, খুব বেশী হলে পরশু, এই দুটো দিন থেকে ফিরে যাব।

মতি – সে নাহয় হলো। কিন্তুন আমি তো নৌকোর সুলুক দেব। থাকবা কতি?

উদ্দালক – সেটা তুমি বল।

মতি – তা উটি তোমার বৌ?

দ্যুতি – আরে বলে কি! এ আমার কলিগ। আমরা এক অফিসে চাকরী করি। আমার ভাই।

মতি – তোমার ভাই? তা হবেন। এখন ভন্না দেছে। সান্নাভাঁটি হতি সময় নেবে।

উদ্দালক – দ্যুতিদি আই কান্ট ফলো হিম। ক্যান ইয়ু?

দ্যুতি – নো, বাট আই ক্যান সামহোয়াট গেস। এখন ভাই জোয়ার চলছে, ভাঁটার টান না হলে নৌকো যাবে না?

মতি – ঠিক কইছু দিদি। তালে কাছেপিটি থাকবেনে।

উদ্দালক – সেটাই ভালো।

(উপেন সরদারকে ঘাটের ওপরে দেখে)

মতি – (নীচু স্বরে) ফেউখান লাফাতি লাফাতি আসে, বাঘখান কনে গেল। (এবার উঁচু স্বরে) আরে উপিন্দা যে? মামা কনে?

উপেন – (উঁচু স্বরে, কিন্তু দূর থেকে) মতি পাইক না? কাকা দুকানে আছেন। আস্তেছেন। তোর হাত খালি হলে এট্টিবার এদিকে আসা কর। মালগুলো এট্টু নে যাবি বাপ?

মতি – (উঁচু স্বরে) এস্তেছি গো দাদা। (নীচু স্বরে) ঘাড়ে মাতা আছে কুল্লে একখান। রুপাই আছে কথাখান অগ্রাজ্জি করা? আপনেরে টুকুন বসেন গো।

(মতি ওপরের দিকে উঠে গেল)

দ্যুতি – বুঝলে উদ্দালক কেমন যেন ফিশি, একটা আনকেনি ফিলিং হচ্ছে।

উদ্দালক – লেট আস নট ওয়ারি। তেমন বুঝলে জাস্ট ফিরে যাব।

দ্যুতি – রাইট, এ্যাডভেঞ্চার ইজ নট কাপ অফ মাই টি।

উদ্দালক – শহরের মানুষ আমরা। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে কত সহজ হচ্ছে বল।

দ্যুতি – আসলে পুরো ইকোসিস্টেম যেন প্রতিটি জিনিসের মাঝে একজিবিটেড এখানে।

উদ্দালক – ওদিকে শুভাশিসদা আর মৈনাক যে কী করছে গড নোজ্।

দ্যুতি – কেন দত্তাত্রেয় আর তিয়াস? তবে তিয়াস বাঁকুড়ার মেয়ে, এই যা ভরসা। আস্তে, ওরা আসছেন।

(উপেন সরদার, মতি ও শরৎ সরদার নৌকোর দিকে এগিয়ে এলেন)

মতি - শরৎমামা, এনারা এলেন। ইয়াদের কতা কতেছিলাম। বাবু ইনি আমার শরৎমামা। খুব জানেন আজ্ঞে।

শরৎ - নমস্কার বাবু। নমস্কার মা জননী। বাসে এলেন, না গাড়িতে?

দ্যুতি – নমস্কার, আমরা গাড়িতে এসেছি। গাড়ি এখানে থাকবে। ওতেই কোলকাতা ফিরব।

শরৎ - মতি উপেন বলতেছিল আপনারা কোথা যাবেন জানেন না? এত বড় মজার কথা!

উদ্দালক – আমি বুঝিয়ে বলছি। আইটি, মানে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আমরা কাজ করি।

শরৎ - সেটা কি বাবু?

উদ্দালক – কীভাবে বলি? আচ্ছা কমপিউটার যন্ত্র দেখা আছে?

শরৎ - তা আছে। একটা নাতনী বারাইপুরে কলেজে পড়ে। বলছিল তারে কিনে দিতে হবে। সোনারপুরে বাজারেও দেখি।

উদ্দালক – তো ওই কমপিউটার যাতে চলে তাই নিয়ে কাজ আর কি। ঠিক আছে?

দ্যুতি – খুব খাটা খাটনির চাকরী দাদা। বেড়াতে এলাম দুচার দিনের জন্য দিদি আর ভাই। একটু শান্তিতে থাকব। ব্যস।

শরৎ - খুব ভালো করলেন দিদি। তা যাবেন কোথা?

দ্যুতি – আপনিই বলুন। কাছেপিঠে দুতিনদিন থাকবার একটু ব্যবস্থা করে দিলেই হবে।

শরৎ - কাছেপিঠে আর কোলকাতা আলাদা হবে না। তা জালিখালির নাম শুনেছেন? এখান থেকে ভাঁটিতে মাইল তিরিশ। সোজা না। এঁকেবেঁকে।

উদ্দালক – জা-লি-খালি, জালিখালি, শোনা শোনা লাগছে। দুটো পুলিশ খুন হয়েছে? কাগজে যেন -?

শরৎ - খুন হয় নি। থানার খাজনা নিতে এল, তাই বেঁধে রাখা করল গেরামের লোকজন। থানা থেকে বড়বাবু গে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল।

উদ্দালক – মনে পড়েছে। উপেন না বীরেন নামে একজনকে পুলিশ যেন এ্যারেস্টও করেছিল। শরৎ সরদার বা কাহার নামে গ্রামের নেতা পুলিশকে হেল্প করেছিল।

শরৎ - (উপেনকে দেখিয়ে) দাদা এটা হল গিয়ে আপনার উপেন সরদার। আজ কথা মতো বড়বাবু জামিন করে দিলেন। (নিজেকে দেখিয়ে) আর আমি শরৎ সরদার।

মতি - শরৎমামা, জলেতে ট্যান ধরিলে। মড়কানি ভাঁটি শুরু দেলে। এটু পা চালিয়ে যা করবার করলে হয় গো।

শরৎ - উপিন মাল তোলা কর। মতিরে নে যা। দাদা দিদি লেখাপড়া জানা লোক আপনারা। যদি গরিবগুরবোর দলিজে পায়ের ধুলো দিয়ে কৃপা করেন।

উদ্দালক ও দ্যুতি – (একসাথে) আপনার বাড়িতে? না না আপনার অসুবিধে হবে।

শরৎ - হতেই পারে। আমরা তা মনে রাখব না। আবার অসুবিধে হলে আপনারা মানিয়ে নেবেন। মিটে গেল।

দ্যুতি – ঠিক আছে দাদা, আপনি বলছেন, চলুন আপনার বাড়িতেই যাই। কি উদ্দালক?

উদ্দালক – দাদা এতো করে বলছেন যখন, চলুন।

শরৎ - দিদি জানেন তো বোনকে ভাই মাথায় করে রাখবে শাস্তরে বলেছে। দাদা বলে ডেকেছেন মনে আছে?

দ্যুতি – বেশ। আমরা দুদিন চুপ করে আপনার বাড়িতে খাব আর ঘুমাব। আর আপনার গল্প শুনব। ব্যস।

শরৎ - (খুব ব্যস্ত হয়ে) উপিন মাল তোলা করতে বল্লু। এই মতি তো তুইও চল কেনে। ঘরে এট্টা খপর দে যা।

মতি – সে আপুনি ভাবেন নি মামা। কানাই মোদক দেখিছে আপনার সাথে, ঘরে বলে দেবানে। তয় সাঁজসাঁজ ছাড়ি দেবেন, রেতের মদ্যি ঘরে ঢুকি যাব।

শরৎ - তো তুই একটা কাম কর। উপিনরে নে আমরা নৌকোতে যাই। তুই কানাইর দুকান থে পাঁচজনের মত ফাটা পরটা, আলুর দম আর দুরকমের মিষ্ট কিছু নে নৌকোতে আয়। কানাইরে আমার কতা কবি।

মতি – আপুনিরা যান। মুই এই গেলাম আর আলাম।

শরৎ - জল আনতি হবেনা। দুটো জেরিক্যান আছে। এই উপিন মাল নে এগু।

(সবাই নৌকোতে গুছিয়ে বসে। মেশিনে চলছে নৌকো। উপেন আর মতি খাবার দিয়ে নৌকোর পেছন দিকে। ছইয়ের ছায়াতে বসে তিনজন)

দ্যুতি – দাদা আপনার এই ফাটা পরটা কি? এতো টুকরো টুকরো পরটা।

শরৎ - (হেসে বলবে) এটি আমাদের এ অঞ্চলের চলতি খাবার। একটা বড় পরটা ভাজবার পর দুহাতে পাটাতে পেটাই করে ফাটিয়ে দেয়। মানে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

দ্যুতি – খুব মজার তো। ভেজাল-টেজাল -?

শরৎ - আমার নাম করে আনা। ভয় নেই।

উদ্দালক – শরৎদা আপনার অকুপেশন, মানে আপনি কি করেন তা আমাদের কিন্তু বলেন নি।

শরৎ - দাদা চাষি মানুষ আমি। বছরের চাল ডাল শাকপাতা জুটে যায়। গোটা কয়েক গরু আছে। খান তিন পুকুর আছে, তাই মাছ আছে। মুরগী, কচি পাঁঠা খেতে চাইলে তো তাও হবে।

উদ্দালক – বাহ্। বাহ্।

দ্যুতি – আপনি দাদা সম্পন্ন চাষি বলুন!

শরৎ - ঈশ্বরের কৃপায় বলতে চান, বলতে পারেন। যেটুকু দেখবেন তা আমার ত্রিশ বছরের কাজ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের রোজগার। আগের জীবন ভুলে গেছি।

দ্যুতি – আগের জীবন?

শরৎ - হ্যাঁগো দিদি, আগের জীবন। দিন দশকের মধ্যে বৌ গেল। দুটো ছেলে গেল। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে নিয়ে আমি তখন পাগলপারা।

দ্যুতি – মাই গড! তারপর?

শরৎ - থানার তখনকার বড়বাবুর বৌকে মা ডাকতাম। তো মা বললে, শরৎ ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকো। সব ছেড়ে ঘরে বসো এবার।

উদ্দালক – থানার তখনকার বড়বাবুর বৌ? থানার সাথে আপনার কি সম্পর্ক?

শরৎ - আমি তখন ডাকাতি করতাম। পুলিশ থেকে জমিদারবাবু সবাই নজরানা দিত। এ অঞ্চল কাঁপত শরৎ ডাকাতের নামে দাদা।

(পাশ দিয়ে একটা লঞ্চ খুব জোরে ভোঁ দিতে দিতে এগিয়ে গেল।)

সমাপ্ত